**Press Release**

BUILD/04/2025/140 **Date:** April 16, 2025

**Attn:** News Editor/ Chief Reporter/ Assignment Editor /Business Page-in-Charge

**Title:** **শিল্প খাতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি- উৎপাদন ব্যায় উল্লম্ফনের সম্ভাবনা**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সাম্প্রতি গ্যাসের মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করে গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে যেখানে নতুন শিল্প ব্যবহারকারী এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর জন্য গ্যাসের দাম ৩৩% বৃদ্ধি করার সিধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যা এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ বর্ধিত হার পুরো শিল্প খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ইতোমধ্যেই মুদ্রাস্ফীতি প্রায় দশ শতাংশের কাছাকাছি বিরাজ করছে। এর আগে ২০২৩ সালে শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের মূল্য ১৭৯% বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবারের মূল্যবৃদ্ধি ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রাইভেট সেক্টরভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাংক বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, এই মূল্যবৃদ্ধি সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এসেছে যখন যখন বৈশ্বিক কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি বিদ্যমান, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, রপ্তানি বাজারে অস্থিরতা, বিদ্যুৎ ঘাটতি, জ্বালানির অনির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভারসাম্যমূলক শুল্কারোপ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করছে। যদিও সাম্প্রতিক আন্তর্যাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৫ বিনিয়োগকারীদের মাঝে কিছুটা আশার আলো তৈরি করেছে, নতুন বৈদেশিক বিনিয়োগের অপেক্ষায় থাকা শিল্প খাত এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেকটাই নিরুৎসাহিত হবে।

এলএনজি এর মূল্য বেশি থাকার কারণে এ মূল্যবৃদ্ধি ভোক্তাদের উপরেও চাপ বাড়াবে। বর্তমানে গ্যাসের মোট ব্যবহারের মধ্যে বিদ্যুৎ খাত ৪৩%, শিল্প খাত ১৮% এবং ক্যাপটিভ খাত ১৬% ব্যবহার করে।

বিল্ড এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অন্যান্য সকল প্রভাবক অপরিবর্তিত থাকলে শুধুমাত্র গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য মূল্যস্ফীতি ১২.৬৭% হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । শিল্পে মোট উৎপাদন ব্যয়ের ১০% জ্বালানির জন্য বিবেচনা করলে এবং মূল্য সংযোজনের হার ২৬% ধরে, দেশে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের দাম ৮.২৩ ট্রিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২৮ ট্রিলিয়ন টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে যা সরাসরি ভোক্তা মূল্য সুচকে প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশকে কয়লা, এলএনজি এবং তেলের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে যা শিল্প উতপাদনে অতিব জরুরী। পেট্রোবাংলার গ্যাস সরবরাহ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৩০ সালে গ্যাসের চাহিদা হবে দৈনিক ৪,৬০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট। জ্বালানির আমদানিনির্ভরতা ২০২০-২১ সালের ২২% থেকে বেড়ে ২০৩০-৩১ সালে ৬৭% এ পৌঁছাবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিকল্প জ্বালানি উৎসের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে দুইটি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট পরিচালনা করছে, যেগুলোর সম্মিলিত সক্ষমতা দৈনিক প্রায় ১,১০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস। এই দুই ইউনিটের এর পূর্ণ সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ এবং দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার।

বাংলাদেশে বছরে তিনশর বেশি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন থাকায় ছাদের উপরে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু তৈরি পোশাক কারখানা আংশিকভাবে সৌর শক্তি ব্যবহার করছে। যদি ১,০০০ মেগাওয়াট রুফটপ ও অন-গ্রিড সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যায়, তাহলে অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমবে। এদিকে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বায়োগ্যাসকে টেকসই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছে। শিল্পে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, এলইডি লাইট এবং স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করলে বিদ্যুৎ খরচ ২০-৩০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

এ সমস্যা সমাধানে সরকার শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের উপর প্রযোজ্য আমদানি এবং ব্যবহার পর্যায়ে উৎসে কর বহাল রেখে প্রযোজ্য মূসক ও অগ্রিম কর অব্যাহতি দিতে পারে। একইসাথে, অধ্যাদেশে উল্লেখিত ‘বাংলাদেশ এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড’ (বিইআরসি অর্ডার নং-2025/06; উপধারা: 2.1.1-চ) ব্যবহার করে সাময়িকভাবে গ্যাসের দাম স্থিতিশীল রাখা যেতে পারে।

আমাদের এখন জ্বালানি দক্ষতার ওপর বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবং ১০.০৬% সিস্টেম লস কমাতে হবে। একইসাথে বিকল্প উৎস যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর জোর দিতে হবে।